

যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৯. কুলক্ষণ গ্রহণ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

কুলক্ষণ গ্রহণ

কুলক্ষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا حَسَنَةً قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۗ وَإِن تُصِيبَهُمْ آيَةٌ سَيِّئَةٌ سَابِقَةً لَهَا لَيَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ﴾ [الاعراف: ١٣١]

“যখন তাদের (ফির'আউন ও তার প্রজাদের) কোনো কল্যাণ দেখা দিত তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোনো অকল্যাণ হতো, তারা তখন মুসা ও তার সাথীদের অলুক্ষণে বলে গণ্য করত”। [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৩১]

আরবরা যাত্রা ইত্যাদি কাজের প্রাক্কালে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার শুভাশুভ নির্ণয় করত। পাখি ডান দিকে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বাম দিকে গেলে অশুভ মনে করে তা থেকে বিরত থাকত। এভাবে শুভাশুভ নির্ণয়ের বিধান প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الطَّيْرَةُ شِرْكٌ»

“কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শির্ক”।[1]

মাস, দিন, সংখ্যা, নাম ইত্যাদিকে দুর্ভাগ্য বা অশুভ প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করাও তাওহীদ পরিপন্থ হারাম আকীদার অন্তর্ভুক্ত। যেমন অনেক দেশে হিজরী সনের ছফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা হয় ও প্রতি মাসের শেষ বুধবারকে চিরস্থায়ী কুলক্ষণ মনে করা হয়। বিশ্বজুড়ে আজ ১৩ সংখ্যাকে ‘অলুক্ষণে তের’ unlucky thirteen বলা হয়। কেউ যদি তের ক্রমিকে একবার পড়ে যায় তাহলে তার আর দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না। অনেকে কানা-খোঁড়া, পাগল ইত্যাকার প্রতিবন্ধীদের কাজের শুরুতে দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দোকান খুলতে গিয়ে পথে এমনিতির কোনো কানা-খোঁড়াকে দেখতে পেলে তার আর দোকান খোলা হয় না। অশুভ মনে করে সে ফিরে আসে। অথচ এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা হারাম ও শির্ক। এজন্য যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেননি। ইমরান ইবন হুছাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تَطَيَّرَ لَهُ، وَلَا تَكْهَنَ وَلَا تُكْهَنَ لَهُ» أظنُّهُ قَالَ: «أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ»

“যে ব্যক্তি নিজে কুলক্ষণে বিশ্বাস করে ও যার কারণে অন্যের মাঝে কুলক্ষণের প্রতি বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করে ও যার জন্য ভাগ্য গণনা করা হয় (বর্ণনাকারী মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কেও বলেছিলেন) এবং যে জাদু করে ও যার কারণে জাদু করা হয় সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়”।[2]

কেউ কোনো বিষয়ে কুলক্ষণে নিপতিত হলে তাকে এজন্য কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা এখানে কোনো অর্থ কিংবা ইবাদত নয়; বরং পাপ বিমোচক একটি দোআ, যা আব্দুল্লাহ ইবন আমর বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, কুলক্ষণ যে ব্যক্তিকে কোনো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয় সে শিরক করে। সাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার কাফ্ফারা কী হবে? তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তি বলবে:

«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা লা খায়রা ইল্লা খায়রুকা, ওয়ালা ত্বায়রা ইল্লা ত্বায়রুকা, ওয়ালা ইলা-হা গায়রুকা।

“হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আপনার সৃষ্ট কুলক্ষণ ছাড়া কোনো কুলক্ষণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোনো (হক) মা’বুদও নেই”।[3]

তবে সুলক্ষণ-কুলক্ষণের ধারণা মনে জন্ম নেওয়া স্বভাবগত ব্যাপার, যা সময়ে বাড়ে ও কমে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। যেমন, ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

«وَمَا مِنَّا إِلَّا وَكِنَ اللَّهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»

“আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত কিছুই উঁকি দেয় না। কিন্তু তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) দ্বারা আল্লাহ তা’আলা তা দূর করে দেন”।[4]

>

ফুটনোট

[1] সুনান আবু দাউদ; তিরমিযী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৮৪।

[2] ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২১৯৫।

[3] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭০৪৫; সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ১০৬৫।

[4] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০; মিশকাত, হাদীস নং ৪৫৮৪।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10037>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন